মুসলমানেরপ্রতীক

জাহিল হাসান

আমাদের ধর্মে,সমাজে, চেতনে-অবচেতনে প্রতীকের প্রভাব অসামান্য। জীবনের কত সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর ক্ষেত্রে মানুষ প্রতীকের দ াসতা ভাবলে অবাক হতে হয়। মুসলমান সমাজেপ্রতীকের ব্যবহার নিয়ে লিখেছেন জাহিরুল হাসান। প্রবন্ধটি ডলি দত্তের সম্পাদন ায় প্রকাশিত 'প্রতীক ঃ সিম্বল'গ্রন্থে সংকলিত রয়েছে।

গোড়াতেই বলে রাখা ভালো, ইসলামে প্রতীকপূজানিষিদ্ধ। কোরানে বারবার সাবধান করা হয়েছে অংশীবাদের বিদ্ধে। অংশীব াদঅর্থাৎ কোনও কিছুতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করা বা কাউকে ঈশ্বরের শরিক বলেকল্পনা করা, মুলমানের পক্ষে পাপ শুধু নয় ঘোরতম প াপ। ইসলামেরমূলমন্ত্র যাকে আরবিতে বলে কলমা, শুই হয়েছে সকল ঈশ্বরকে অস্বীকার করে -'লা ইলাহা' অর্থাৎ 'নাই ঈশ্বর,' কিন্তু তার পরের উক্তিইতিবাচক 'ইল্লাল্লা' অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া'। ইসলামেরনির্দেশমতো মানুষ কেবল আল্লাহর অধীন, এ ছাড়া তার অ ার কোনও বন্ধন নেই।কারও সামনে বা কোনও জিনিষের কাছে গিয়ে মাথা নোওয়ানোর দায় নেই।হিন্দুধর্মে যে বহু দেবদেবীর পূজা হয় তা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরেরপ্রতীক রূপেই। প্রাক-ইসলাম যুগে আরবরাও প্রতীক -উপাসনা করত - সে অত্যন্ত জঘন্যভাবে। ইসলাম যে কঠোর এক্কেরবাদপ্রবর্তন করল, তাকে ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে মানবতার স্বার্থে একপরম হিতকারী ব্যবস্থা হিসেবেই দেখেছেন ম ানবেন্দ্রনাথ রায় সহ বহু ভাবুক ওঐতিহাসিক।

তা হলেও মুসলমানের জীবন একেবারে প্রতীকহীন এমনওনয়। অবশ্য কখনই সেগুলি ঈশ্বরের সমার্থক বা তার ধারে কাছে নয়, কিন্তুএকজন মুসলমানের ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিচয় তার মধ্যে বর্তমান। এ ছাড়া পিরের দরগা বা মাজার - এগুলিওএকধরণের প্রতীক। এর সঙ্গে সুফিবাদের যোগ যেমন আছে, তেমনি আছেস্থানীয় প্রভাব। সুফিবাদ এক মরমিয়া দর্শন। এ ইসলামেরই এক শাখা কিন্তু সুফিদের সাধনপদ্ধতি এবং জীবনাচরণ সাধারণ মুসলমানের মতো নয়। এঁদেরমধ্যে গু এবং গোষ্ঠীর টান প্রবল। যেহেতু রহস্যব াদী, তাইসুফিধর্ম নানা রকম প্রতীকে আকীর্ণ। সুফি শব্দটাই তো একপ্রতীক। সুফি সাধকরা যে পশমি বস্ত্র পরিধান করেন, সেটাই ক ালক্রমে হয়ে উঠেছে তাঁদের অভিজ্ঞান।'সুফ' মানে 'পশম', আর যিনি সুফ পরিধান করেন তিনিসুফি। আমদের দেশে গায়ে কালো অ ালখাল্লা মাথায় কালো ফেট্টি গলায় রঙিনপুঁতির মালা হাতে চিমটে বগলে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে যে ফকিররা ঘুরেবেড়ায় তারাও সুফি-সম্প্রদায়ভুক্ত। এদের সারা শরীরেই যেমন নানাপ্রতীক চিহ্ তেমনি এরা নিজেরাও এক প্রতীকী চরিত্র;'মুশকিল আসান' নামের মধ্যে যা প্রতিফলিত।

ব্যাপক মুসলিমসমাজেও প্রতীকের অভাব নেই যার কিছুটা তাদের নিজস্ব সৃষ্টি এবংকিছুটা বাইরে থেকে চাপানো। এ রকমই এক বহুল পরিচিতি প্রতীকচাঁদ-তারা। মুসলমান প্রধান দেশের জাতীয় পতাকায় বা মহরমের সময় যেনানা রকম পতাকা ওড়ানো হয় ত াতে বা হিন্দুত্বের প্রতীক ত্রিশূলের পাশেমুসলমানত্বের পালটা প্রতীক হিসেবে চাঁদ-তারার ব্যবহার নিয়মিত চোখেপড়ে। মুসলমানের জীবনে চাঁদের গুত্ব কতটা তা বোঝা যায় ইদের আগেররাত্রে, যেটাকে 'চাঁদরাত' বলে। সকলের মুখে তখন একটাইপ্রশ্ন-চাঁদ দেখা গেছে কি না? একই ব্যবপার রমজানের আগের রাত্রেও।মুসলমানের জীবন এত চাঁদনির্ভর হবার কারণ ইসলামি পঞ্জিকা চান্দ্রমতে নির্মিত।আকাশে নতুন চাঁদ উঠলে তবেই ইসলামি পঞ্জিকায় নতুন মাসের সূচনা হয়।যেদিন রমজানের চাঁদ ওঠে তার পরের দিন থেকে শু হয় রমজানের উপবাস।সূর্যোদয় (ফজর) থেকে সূর্যাস্ত(মগরিব) টানা একমাসচলে এই উপবাসব্রত। এই উপবাসের ত্রম উলটো হয় যখন আকাশে ইদেরপ্রথম চাঁদ ওঠে। মুসলমানের জীবনে ধর্মসম্মত উৎসব একটাই - ইদ।চাঁদ ওঠার পরের দিন মসজিদে বা ইদগাহে বা অন্য কোনও খোলা জায়গায়জামাতের সঙ্গে অর্থাৎ একসঙ্গে অনেকে মিলে নামাজ পড়ে সংযমের সঙ্গে একদিনের উৎসবপালন করার নির্দেশ আছে। হিন্দুসমাজে যেমন পূজা-পার্বন ব্রত-উপবাস ছাড়াওবিবাহাদি অনুষ্ঠান পঞ্জিকার প্রয়োজন হয়, তেমনি মুসলমান সমাজেও বিশেষকরে বিয়ের দিন ধার্য করার সময় চাঁদের কথা ওঠে। ইদের চাঁদে বিয়েরহিড়িক পড়ে যায়, আবার মহরম যেহেতু শোকের মাস সে মাসে সাধারণত বিয়েহয় না। তবে মুসলমানের শুভক্ষণ বলেকিছু নেই। সব দিন সব মুহূর্তই সমান শুভ। হিন্দুরাও অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশীএসব মেনে চলে, কিন্তু সব মিলিয়ে মুসলমানের জীবনে চাঁদের গুত্ব অনেক বেশী।

যদিও নীল আকাশের বুকেই চাঁদ-তারার আসন পাতা, তাহলেও মুসলমানের কাছে নীল রঙ ধর্মীয় ও সামাজিক দিক দিয়ে ততটা প্রিয়নয়, যতটা সবুজ রঙ। এর পিছনে কোনও মহাজাগতিক কারণ নেই। ইসলাম শব্দেরএক অর্থ হল শান্তি এবং সবুজই তোশান্তির রঙ। তাই ইসলাম জগতে প্রতীকী অর্থে সবুজের ব্যবহার প্রায়শইদেখা যায়। সবুজ এতটাই ইসলামের রঙহয়ে উঠেছে যে যারা মুসলমান ও ইসলামকে অপছন্দ করে, তাদের কছে কখনও হাস্যকরভাবে এই সবুজ রঙ নিত্যখাদ্যসবজি মনোরম গাছপালার রঙ হওয়া সত্ত্বেও অ্যালার্জি সৃষ্টি করে।
মুসলমানরা যখন চিঠি লেখে - এটা অবাঙালিদের মধ্যেইবেশি, তখন হিন্দুরা যেমন চিঠির মাথায় শ্রী শ্রী দুর্গাসহায় বা শ্রী শ্রী গণেশায় নমঃইত্যাদি লিখে থাকে তেমনি তারাও লেখে '৭৮৬'। এটা কীসেরপ্রতীক বলা মুশকিল। এর প্রচলনের পিছনে নিশ্চয় কোনও ধর্মীয়কারণ আছে যা আমার জানা নেই। তবে এটা ঠিক যে এই সংখ্যা তিনটি সাধারণধর্মভী মুসলমানের কাছে এক পবিত্র প্রতীক হয়ে উঠেছে।

মসজিদের গম্বুজ ও মিনার অথবা কাবার কালো পাথর, এসবওমুসলমানের কাছে বিশেষ অর্থ বহন করে এবং এগুলি মুসলমানি ক্যালেন্ডারের বহুব্যবহৃত প্রতীক। যদিও পৌত্তলিকতার কারণে নিষ্ঠাবান মুসলমান ঘরেছবি রাখার পক্ষপাতি নয়, তা হলেও বহু ধার্মিক মুসলমানের ঘরে এ ধরনেরক্যালেন্ডার বা ফ্রেমে - বাঁধা ছবি থাকে। এ জাতীয় ধর্মীয় প্রতীক ছাড়াও আছে কিছু সামাজিকপ্রতীক যা মুসলমানের আচারের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। যেমন টুপি।মসজিদ এবং মসজিদের বাইরে ধর্মপ্রাণ মুসলমান বিশেষ ধরনের টুপি ব্যবহারকরে যা থেকে মুসলমানকে চেনা সহজ। আমার এক সহকর্মী মাথায় টুপি চিবুকেদাড়ি গায়ে ঢিলে পাঞ্জাবি-পায়জামা, আমাকে কটাক্ষ করেই হয়তো, নিজেকেবলতেন 'জাহেরি মুসলমান' অর্থাৎ জাহির-করা-মুসলমান।

বাস্তবিক টুপি বা পাগড়ি, নুর দাড়ি, নাকেরনিজটায় কামানো গোঁফ, পাঞ্জাবি-পায়জামা বা লুঙ্গি এগুলি ভারতীয়মুসলমানের পহ্চান হয়ে উঠেছে। এমনকি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সরকারিবিজ্ঞাপনেও দেখা যায়, ছবিতে মুসলমান বোঝাবার জন্য টুপি- দাড়ি বাআচকানের প্রতীকী প্রয়োগ। শরৎচন্দ্র তাঁর এক অপ্রত্যাশিতবিদ্বেষ-মেশানো লেখায় ('বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা')মুসলমানের চেহারা নিয়ে কটাক্ষ করেছেন, 'আমাদের একজন পাচকব্রাহ্মণ ছিল। সে মুসলমানীর প্রেমে মজিয়া ধর্মত্যাগ করে। এক বৎসর পরেদেখা। তাহার নাম বদলাইয়াছে, প্রকৃতি বদলাইয়াছে, ভগবানের দেওয়া যেআকৃতি, সে পর্যন্ত এমনি বদলাইয়া গিয়াছে যে আর চিনিবার জোনাই।' অগ্রজ স্থানীয় লেখক-প্রকাশক মজহাল ইসলামের হয়েছিল একউলটো অভিজ্ঞতা, যার কথা তিনি লিখেছেন অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস স্মারকগ্রন্থে ঃ 'রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনে ..... একটি অনুষ্ঠানহয়েছিল। আলোচ্য বিষয় ছিল বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে রবীন্দ্রনাথ ও নজলেরপ্রভাব। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আলোচনা করবেন নরেন বিশ্বাস আর নজলেরবিষয়ে আলোচনা করার কথা আমার। আলোচনার প্রারম্ভে ঘোষকঘোষণা করলেন, রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আলোচনা করবেন শ্রী নরেন বিশ্বাস।স্বেচ্ছাসেবকেরা আমার কাছে এগিয়ে এসেমঞ্চে বক্তব্য রাখার জন্য আমাকে আমন্ত্রন জানালে। তাঁরা নরেনের ঢিলেঢালাপাঞ্জাবি ও দাড়ি দেখে তাঁকে মুসলমান ভেবেছিলেন। আর আমাকে (মজহালইসলামের পরিষ্কার কামানো মুখ আর প্রায় সময় প্যান্ট -শার্টপরেন) নরেন বিশ্বাস ঠাউরে ছিলেন।'

কখনও কখনও এরকম ঠকে গেলেও প্রতীকের ওপরআমরা নির্ভর করি, কারণ প্রতীকের মধ্যে আমাদের পূর্ব-অভিজ্ঞতা বালৌকিক বিশ্বাস সঞ্চিত থাকে। তা হলেও খবরের কাগজের হেডলাইন পড়ে যেমনগোটা সংবাদ সম্পর্কে ধারণা করা যায় না বা বইয়ের পিছনের ব্লার্ব বইয়েরবিকল্প হতে পারে না, তেমনি শুধু প্রতীকের ওপর নির্ভর করেকোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইলে তা অনুমানের চেয়ে বেশি স্থিরতাকখনই দেয় না। শিক্ষিতমুসলমানদের পক্ষে যথেষ্ট মনোবেদনারকারণ হয় যখন তাদের কেউ প্রশংসার ছলে বলে, 'আপনাকে দেখেতো মুসলমান বলে মনে হয় না!' মুসলমানরা কিছুটা তাদের কর্মফলেকিছুটা অন্যদের বোঝার ভুলে আজ এমনই এক নেতিবাচক প্রতীকেরকবলে। যত তারা শিক্ষা পাবে ততউন্নতি করবে ততই তাদের এই পশ্চাদ্‌গামিতার প্রতীক থেকে মুক্তিঘটবে। তবে এ জন্য যারা এগিয়ে রয়েছে তাদের সহানুভুতি ও সাহায্য দরকার।

আরবিতে ৭৮৬ 'ইয়া রব' লেখা হয়ে যায়, যারঅর্থ ঈশ্বর। অন্য ব্যাখ্যাও আছে। - সম্পাদক।